রবীন্দ্রনাথের

# খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

অগ্রদূত চিত্র

# খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন

অগ্রদূত চিত্রের সশ্রদ্ধ নিবেদন !

পরিচালনা : **অগ্রদূত**

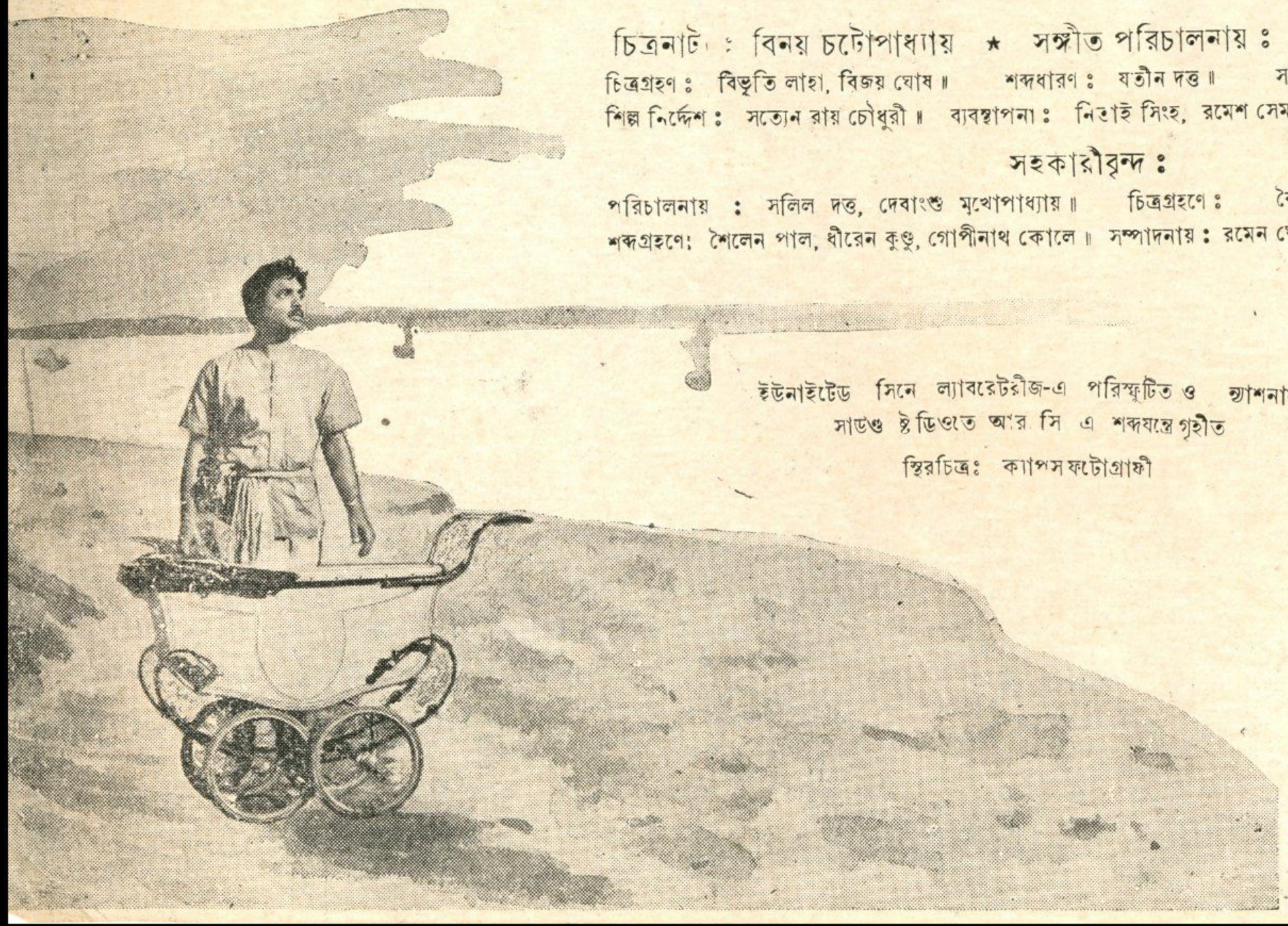

চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায় ★ সঙ্গীত পরিচালনায় : হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

চিত্রগ্রহণ : বিভূতি লাহা, বিজয় ঘোষ ॥ শব্দধারণ : যতীন দত্ত ॥ সম্পাদনা : বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

শিল্প নির্দ্দেশ : সত্যেন রায় চৌধুরী ॥ ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ, রমেশ সেনগুপ্ত ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥

## সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : সলিল দত্ত, দেবাংশু মুখোপাধ্যায় ॥ চিত্রগ্রহণে : বৈদ্যনাথ বসাক, অশোক দাস ॥

শব্দগ্রহণে : শৈলেন পাল, ধীরেন কুণ্ডু, গোপীনাথ কোলে ॥ সম্পাদনায় : রমেন ঘোষ ॥ শিল্পনির্দ্দেশে : জগবন্ধু সাউ, সুকুমার দে ॥ ব্যবস্থাপনায় : সুবোধ দে ॥ রূপসজ্জা : বটু গাঙ্গুলী, রমেশ দে ॥

আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছেন : সুধাংশু ঘোষ, নারায়ণ চক্রবর্ত্তী, শম্ভু ঘোষ, অমূল্য দাশ

ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ও ন্যাশনাল সাউণ্ড ষ্টুডিওতে আর. সি. এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

স্থিরচিত্র : ক্যাপস ফটোগ্রাফী

চিত্র নির্ম্মাণে সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতাভাজন :
শ্রীপ্রেমপ্রকাশ শর্ম্মা ॥
কমলা ষ্টোর্স, কলেজ ষ্ট্রীট ॥
শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র ঘোষ

বালকভৃত্য রাইচরণ প্রভুপুত্র অনুকূলচন্দ্রের সহিত একত্র খেলাধূলা করিয়া করিয়া মানুষ হয়। শুধু ভৃত্যরূপেই নয়, তাহার বয়স্যরূপেও।

কালে অনুকূলচন্দ্র মুন্সেফ হইলেন ও তাঁহার বিবাহ হইল। তাহাতে রাইচরণ সর্ব্বাধিক উল্লসিত হইল। এবং কিছুদিন পরে অনুকূলচন্দ্রের একটি পুত্র সন্তান জন্মিলে রাইচরণ তাহার হৃদয় জয় করিয়া লইল। বাক্যস্ফূর্ত্তি হইলে শিশু তাহাকে 'চন্ন' বলিয়া ডাকিতে শিখিল ও তাহারা পরস্পরের অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া উঠিল।

ইতিমধ্যে রাইচরণের বিধবা ভগ্নী ধরিয়া বাঁধিয়া তাহারও একটি বিবাহ দিয়া দিল। কিন্তু রাইচরণের প্রাণ প্রভুর সংসার ও তাহার শিশুপুত্রকে লইয়াই তদ্গত। নববধূর দিকে মনোযোগ দিবার তাহার সময় কৈ?

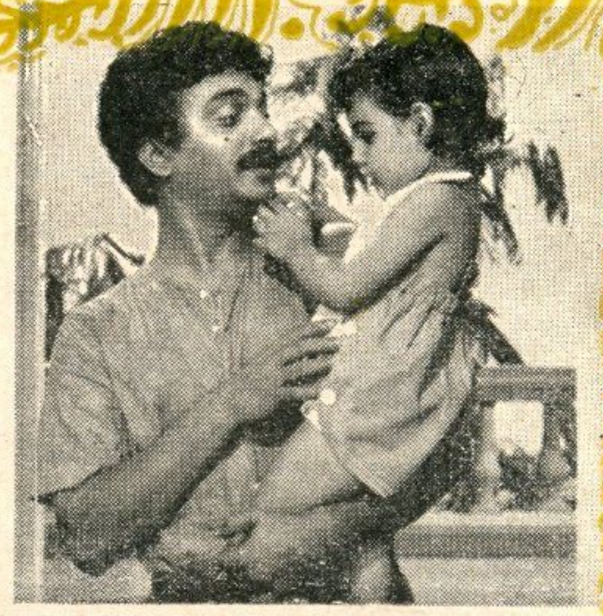

এই সময়ে অনুকূলচন্দ্র মুন্সীগঞ্জে বদলী হইলেন। রাইচরণও তল্পিতল্পা বাঁধিয়া তাঁহাদের সঙ্গে চলিল। তাহার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অনুকূলকে শিশুর জন্য একটি ঠেলাগাড়িও কিনিতে হইল। খোকাবাবুকে নানা অলঙ্কার পরাইয়া রাজসাজে সাজইয়া রাইচরণ প্রত্যহ বৈকালে ঠেলাগাড়িতে বসাইয়া নদীর হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইতে লাগিল।

তখন ঘোর বর্ষা। নদীর দুইকূলগ্রাসিনী রূপ। খোকাবাবু বেড়াইতে গিয়া একদিন বলিল—চন্ন, ফু!
নিকটেই একটি কদম্বগাছে অজস্র ফুল ফুটিয়া ছিল। রাইচরণ

শিশুকে খুশী করিবার জন্য গাছে উঠিয়া প্রচুর ফুল পাড়িয়া আনিয়া দেখিল গাড়িতে কেহ নাই। শিশুর মন ততক্ষণে ফুল হইতে নদীর অশান্ত তরঙ্গরাশির প্রতি ধাবিত হইয়াছিল। বোধ হয় কোনমতে গাড়ি হইতে নামিয়া নদীর বিপজ্জনক ভঙ্গুর কিনারের দিকে সে তাহাদের আহ্বানে আগাইয়া গিয়াছিল···রাইচরণের বুকফাটা আহ্বানে বৃথাই রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকার শিহরিত হইতে লাগিল—খোকাবাবু, আমার খোকাবাবু!

মর্মান্তিক ঘটনা। খোকাবাবুর পিতামাতার মত রাইচরণও শোকে উন্মত্তবৎ হইল। তদুপরি নিদারুণ অপবাদ মাথায় লইয়া তাহাকে প্রভুগৃহ হইতে বিতাড়িত হইতে হইল। তাহার কাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে লাগিল খোকাবাবুর মাতার মর্মভেদী আর্তনাদ—রাইচরণ, আমার খোকাকে ফিরিয়ে দে!

কিছুদিন পরে রাইচরণের একটি পুত্র জন্মিল। পুত্রটি প্রসব করিয়া রাইচরণের চির উপেক্ষিতা স্ত্রী মারা গেল। শিশুটির প্রতি রাইচরণের প্রথমে খুব বিদ্বেষ হইল। যেন সে তাহার জীবনে খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। তাহার বিধবা ভগ্নী মাতৃহীন, শিশুটির নাম রাখিল—ফেলনা। ক্রমে এই শিশুটির মুখেও আধ ভাষা ফুটিল। এবং একদিন রাইচরণ অতিশয় চমকাইয়া উঠিল তাহার মুখে অতি পরিচিত 'পিচি' ডাক শুনিয়া। তাহার অত্যন্ত ভাবান্তর হইল। ছেলেটিকে সে অতঃপর প্রত্যাবৃত খোকাবাবু জ্ঞানে অত্যন্ত সমাদরে ও নিজের সাধ্যাতীতভাবে মানুষ করিতে ও লেখাপড়া শিখাইতে লাগিল। তাহাকে 'চন্ন' বলিয়া ডাকিতেও শিখাইল। দেখিয়া গ্রামের লোক চমৎকৃত হইল।

এই সময়ে রাইচরণের ভগ্নী মারা গেল। সে তখন জমিজায়গা বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে সহরের বোর্ডিংএ ভর্ত্তি করিয়া দিল এবং

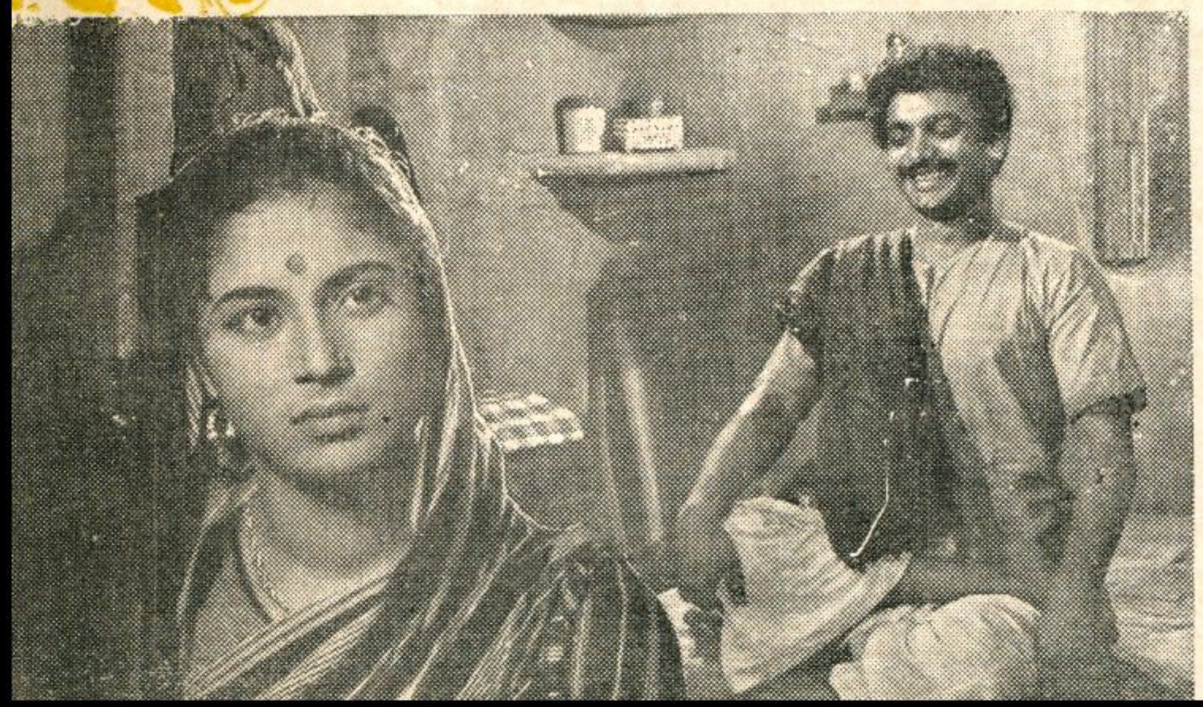

খেলনাপত্র ফেরি করিয়া অতিকষ্টে তাহার খরচ চালাইতে লাগিল। ফেলনা পড়াশুনায় ভালই ছিল। শেষে নিতান্ত কষ্টে পড়িয়া একদিন তাহার শেষ সম্বল পরিত্যক্ত ভিটাটুকু বিক্রয় করিতে রাইচরণ দেশে গিয়া শুনিল—অনুকূলচন্দ্র বংশরক্ষার জন্য দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। শুনিয়া তাহার কাণে দ্বিগুণ স্বরে ধ্বনিত হইল পুত্রশোকাতুরা তাঁহার স্ত্রীর সেইদিনকার আর্তনাদ—রাইচরণ, আমার খোকাকে ফিরিয়ে দে!

সেইদিন সে ফেলনাকে ভাল করিয়া সাজাইয়া গুজাইয়া সঙ্গে লইয়া প্রভুগৃহে উপস্থিত হইল। বলিল মা, কৃতঘ্ন আর কেউ নয়—এই অধম। আমিই গহনার লোভে আপনার ছেলেকে চুরি করিয়াছিলাম।

সন্তানহারা জননী বিচার বিতর্ক না করিয়াই ছেলেটিকে টানিয়া লইয়া আদরেচুম্বনে অস্থির হইয়া উঠিলেন। সে সত্যই সম্ভ্রান্ত ঘরের মত দেখিতে হইয়াছিল।
অনুকূলচন্দ্রও বিচলিত হইয়াছিলেন, তবে বলিলেন—কিন্তু রাইচরণ, এ বাড়ীতে তোর আর স্থান হইবে না।

ছেলেটি কিছু বিরক্ত হইয়াছিল রাইচরণ এতদিন তাহাকে এমন ঐশ্বর্য্য পিতামাতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছিল জানিয়া। তবু সে বদান্যতা দেখাইয়া বলিল—বাবা, উহার একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়া দাও!

শুনিয়া শেষবারের মত রাইচরণ সস্নেহে পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে ফটক পার হইয়া সংসারের অনন্ত জনসমুদ্রে মিশিয়া গেল॥

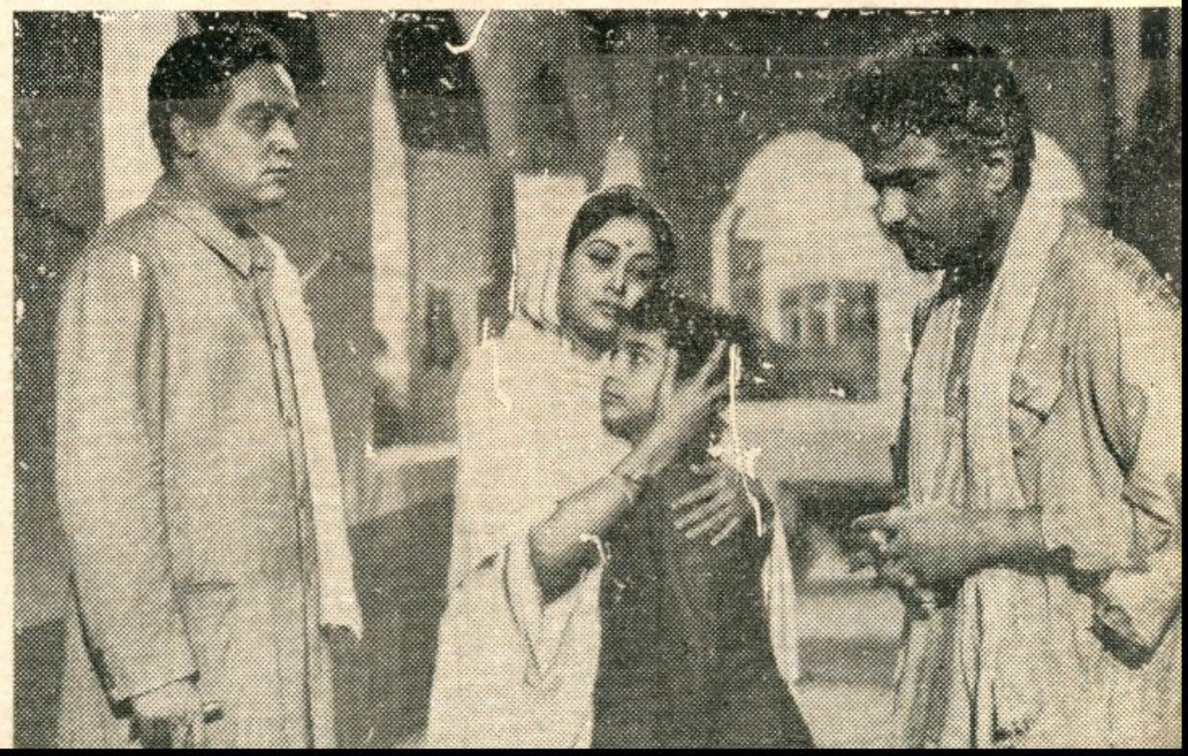

## রবীন্দ্র সঙ্গীত ঃ ( বিশ্বভারতীর সৌজন্যে )

তার অন্ত নাই গো যে আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ—
তার অণু-পরমাণু পেল কত আলোর সঙ্গ
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

তারে মোহন মন্ত্র দিয়ে গেছে কত ফুলের গন্ধ,
তারে দোলা দিয়ে দুলিয়ে গেছে কত ঢেউয়ের ছন্দ—
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

আছে কত সুরের সোহাগ যে তার স্তরে স্তরে লগ্ন,
সে যে কত রঙের রসধারায় কতই হ'ল মগ্ন,—
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

কত শুকতারা যে স্বপ্নে তাহার রেখে গেছে স্পর্শ,
কত বসন্ত যে ঢেলেছে তার অকারণের হর্ষ—
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

সে যে প্রাণ পেয়েছে পান করে যুগযুগান্তরের স্তন্য,
ভুবন কত তীর্থ জলের ধারায় করেছে তায় ধন্য—
ও তার অন্ত নাই গো নাই।

সে যে সঙ্গিনী মোর আমারে সে দিয়েছে বরমালা,
আমি ধন্য সে মোর অঙ্গনে যে কত প্রদীপ জ্বালল—
ও তার অন্ত নাই গো নাই॥

কণ্ঠ ঃ হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

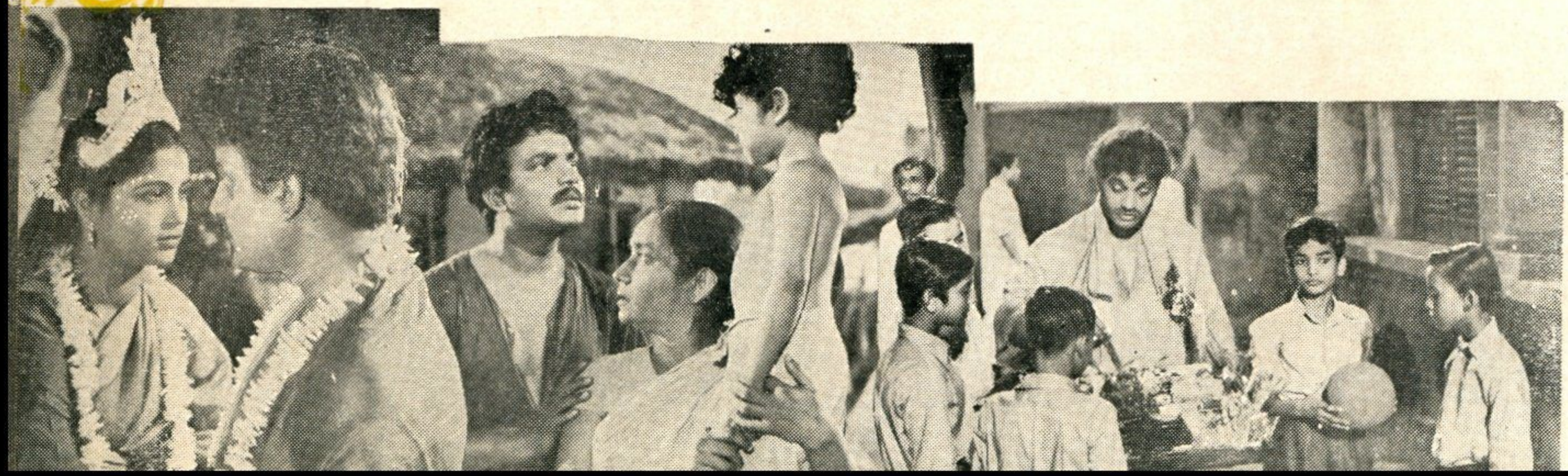

প্রধান ভূমিকায় : **উত্তমকুমার**

নবাগতা সুচরিতা সান্যাল· অসিতবরণ ॥ জহর গাঙ্গুলী ॥ শিশির বটব্যাল ॥ তুলসী চক্রবর্ত্তী ॥ মা: বাবুয়া, তিলক, টিটু, কুমকুম, দিব্যেন্দু, সুশান্ত, পল্লব ॥ মৃণাল ঘোষ ॥ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ॥ গোপাল দে। অরবিন্দ চক্রবর্ত্তী ॥ বিনয় লাহিড়ী ॥ তিনু ঘোষ ॥ নকুল দত্ত ॥ ধীরেন কুণ্ডু ॥ সুশীল চক্রবর্ত্তী ॥ শোভা সেন ॥ দীপ্তি রায় ॥ সীতা মুখার্জ্জী ॥ আশা দেবী ॥ তারা ভাদুরী ॥ সুমিতা দাশগুপ্তা.....


পরিবেশন : **পারশমল-দীপচাঁদ**
( ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১৩ )

মুদ্রণে : জুবিলী প্রেস, কলিকাতা-১৩


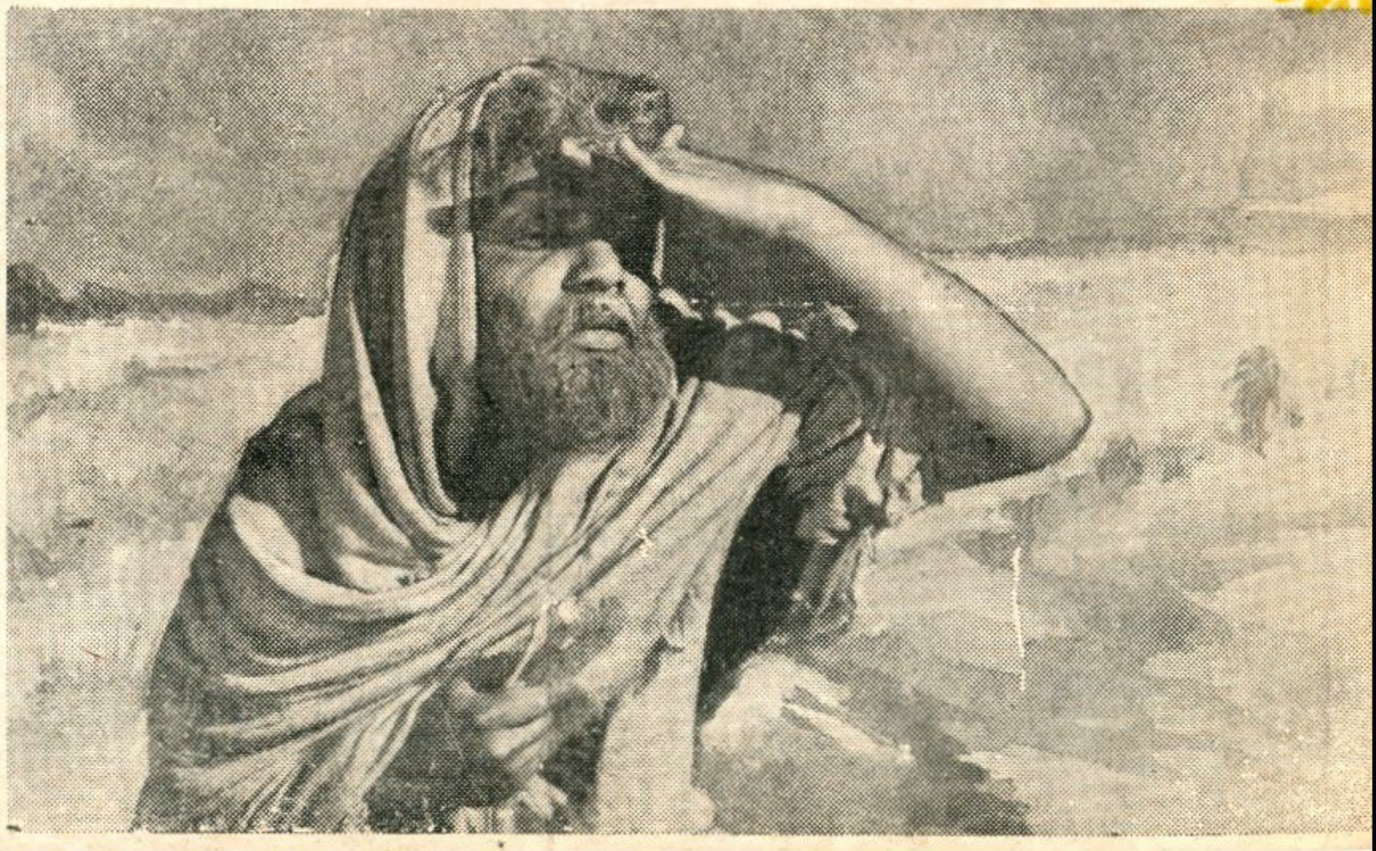

## আমাদের পরবর্তী রিলিজ—

শ্রদ্ধেয় তারাশঙ্করের তিনটি বরেণ্য কাহিনীর স্মরণীয় চিত্ররূপ !

### • উত্তরায়ণ

পরিচালনা ও প্রযোজনা

অগ্রদূত

প্রধান ভূমিকায়

উত্তমকুমার

### • কান্না

পরিচালনা ও প্রযোজনা

অগ্রগামী

এর নায়ক-নায়িকারূপে দুটি নবাগত

শিল্পীর চমকপ্রদ আবির্ভাব।

### • গার্ড

## চ্যাটারসনের কাহিনী

পরিচালনা ও প্রযোজনা

অগ্রদূত

নিবেদন—

পারশমল-দীপচাঁদ